



সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৬ উদযাপন।

তারিখ: ২৬ মার্চ ২০২৬

বাংলাদেশ দূতাবাস, মাস্কাটে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়। দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত রিয়ার এডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ-উল-আজীম মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাস্কাটে বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ীগণ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ, বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সূচনাতেই জাতীয় সংগীত পরিবেশনার সাথে মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর দূতাবাসের অস্থায়ী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

২। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করা হয়। পরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ, আলোচনা, মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদ এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এরপর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর অনুষ্ঠিত আলোচনায় সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীরা অংশগ্রহণ করেন।

৩। মান্যবর রাষ্ট্রদূত মহোদয় সশ্রদ্ধচিত্তে স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম এর অবদানের কথা, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, সন্তান হারানো মা-বোনদের এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সকল শহিদের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলে তা হবে দিবসটির প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। তিনি ওমান প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য উৎসাহ দেন। তিনি প্রবাসীদের নিজেদের সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে ভূমিকা রাখতে অনুরোধ জানান। পরিশেষে মান্যবর রাষ্ট্রদূত সকলকে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে একত্রে কাজ করার আহবান জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

৪। অনুষ্ঠান শেষে আগত অতিথিদের জন্যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।



(মাহমুদা খানম)